পিপল পার আওয়ার

পর্ব : ৩য়

শোয়েব মোহাম্মাদ

অনলাইন মার্কেটপ্লেস তথা ক্রাউডসোর্সিং প্লাটফর্মে নতুন কিন্তু দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পিপল পার আওয়ার তথা পিপিএইচের আগের দুটি পর্বে আলোচনা করা হয়েছে এর ইতিহাস, কিছু বৈশিষ্ট্য, পরিসংখ্যান, ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কী কী কাজ পাওয়া যাবে এবং কারা এ কাজ করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়।

তৃতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে পিপিএইচের যাবতীয় খুঁটিনাটি অংশের বর্ণনা। পিপিএইচ ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খোলা বা নিবন্ধন থেকে শুরু করে বায়ারদের সাথে যোগাযোগ এবং লেনদেনের বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্ব এবং পরবর্তী পর্বটি টেকনিক্যাল শব্দভাণ্ডারে সাজানো। তাই একেবারে নতুন যারা তাদের পিপিএইচ কী তা বোঝার সুবিধার্থে আগের দুটি পর্ব পড়া উচিত।

প্রাথমিকভাবে পিপিএইচের ওয়েব ইন্টারফেস আটটি খণ্ডে বিভক্ত। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সরলীকরণের জন্য এ পর্বে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে : ০১. সাইন আপ/নিবন্ধন, ০২. টপ নেভিগেশন বার, ০৩. প্রোফাইল এডিটিং ও কমপ্লিটনেস এবং ০৪. ড্যাশবোর্ড।

সাইন আপ/নিবন্ধন

www.peopleperhour.com ঠিকানা যেকোনো ব্রাউজারের অ্যাড্রেসবারে বসিয়ে দিয়ে এন্টার চাপলে দিলেই চোখের সামনে পিপিএইচের জগত উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ওপরের ডান দিকে অন্যান্য ওয়েবসাইটের মতোই সাইন আপ এবং লগইনের লিঙ্ক দেখতে পাবেন। পিপিএইচে ফেসবুক অথবা লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেও নিবন্ধন করা সম্ভব। তবে এসব যেহেতু থার্ড পার্টি অর্থাৎ নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার হয়, সে ক্ষেত্রে ফেসবুক বা লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্টে কোনো সমস্যা হলে পিপিএইচের সাইটে লগইন করতে সমস্যা হতে পারে। এ কারণেই সাধারণ ও সনাতন পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা বঞ্চনীয়। অতএব সাইন আপ লিঙ্কে ক্লিক করার পর যে বক্সটি পর্দায় ভেসে উঠবে, সেখান থেকে Sign up with your email address-এ ক্লিক করুন।

নাম, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি ঘর পূরণের পর নিচের তিনটি অপশন বক্স বা রেডিও বাটন থেকে সেল সার্ভিসেস সিলেক্ট করে সাইন আপে ক্লিক করুন। নিবন্ধন শেষেই ই-মেইল চেক করুন। পিপিএইচ থেকে যে বার্তা আসবে, তা খুলে অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ করুন। এটি হলো সহজ প্রক্রিয়ায় সাইন আপ বা নিবন্ধিত হওয়ার কৌশল।

টপ নেভিগেশন বার

প্রায়ই উন্নত মানের ওয়েবসাইটে টপ নেভিগেশন লক্ষণীয়। পিপিএইচের টপ নেভিগেশন বার তখনই দেখতে পাবেন, যখন সাইন আপ ধাপ পূর্ণ হয়েছে। নিবন্ধনের পরই এ নেভিগেশন বারের একেবারে ডান দিকে দেখতে পাবেন চারটি আইকন সেট : কাস্টোমার সাপোর্ট, ফেভারিট, নোটিফিকেশন এবং ওয়ার্কস্ট্রিম। এগুলো যথাক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, তারকা, ক্যালেন্ডার ও খামের আইকনে প্রদর্শিত হয়।

কাস্টোমার সাপোর্টে ক্লিক করলে আরেকটি ট্যাব ওপেন হবে, যেখানে গাইডলাইন, কমিউনিটি ও আইডিয়া শেয়ার করার লিঙ্ক দেয়া থাকে। এখানে পিপিএইচ সংক্রান্ত যাবতীয় সব তথ্যের ভাণ্ডার মিলবে। যেকোনো ধরনের জিজ্ঞাসা আপনি সরাসরি পিপিএইচের সাপোর্টে বলতে পারবেন এখান থেকেই। T&C অর্থাৎ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এখানেই পাবেন, যা পিপিএইচ পরিচালনার সব নিয়ম-কানুন বিশদভাবে লেখা থাকবে। ওপরেই সার্চ বার পাবেন। এর সাহায্য নিতে পারেন যখন-তখন।

ফেভারিটে জমা হয় প্রোফাইল থেকে যাদের স্টার দিয়েছেন অথবা যেসব বন্ধু ফ্রিল্যান্সারদের প্রোফাইল এন্ডোর্স করেছেন তাদের তালিকা। অর্থাৎ আপনি কোনো বায়ার বা সেলারকে নিজের প্রিয় তালিকাভুক্ত করে রাখতে পারবেন, যাতে সবসময় তাদের আপডেট নিমিষেই পেতে পারেন। আপনি পিপিএইচে পোস্ট করা কোনো জবকেও স্টার দিয়ে রাখতে পারেন। অর্থাৎ ফেভারিট অনুসন্ধান করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে। এর মাধ্যমে আপনি আওয়ার্লিও পছন্দের তালিকায় রাখতে পারবেন। সর্বমোট চার ধরনের তালিকা ফেভারিটের অন্তর্গত : Hourlies, People, Jobs, Collections।

নোটিফিকেশন হচ্ছে নোটিসবোর্ড। এখানে আপনাকে যদি কেউ এন্ডোর্স বা স্টার দিয়ে থাকে তার নোটিস প্রদর্শিত হবে। পিপিএইচে একটি প্রোফাইলে স্টার দেয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে সেই স্টার করা আওয়ার্লি বা মানুষটি (বায়ার কিংবা সেলার) আপনার ফেভারিটে যোগ হয়ে যাবে। একই প্রক্রিয়ায় একজন সেলারের প্রোফাইল এন্ডোর্স করা সম্ভব। এর মানে সেলারের কাজ সম্পর্কে অবগত এবং তাকে পাবলিকলি একনলেজ করছেন। এখন আপনার প্রোফাইল আর আওয়ার্লি দুটোতেই স্টার দেয়া সম্ভব। তবে এন্ডোর্স করা সম্ভব শুধু আপনার প্রোফাইলকেই।

ওয়ার্কস্ট্রিম পিপিএইচের কপিরাইট করার একটি বিশেষ্য। এর মানে কাজের স্রোতধারা, সহজ ভাষায় কাজের দলিল। যার কাজ করছেন তার কাছ থেকে যেকোনো আপডেট আপনার ওয়ার্কস্ট্রিমে জমা হবে। ওয়ার্কস্ট্রিম নিয়ে পরবর্তী পর্বে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করা হবে।

এই টপ নেভিগেশন বারের চারটি আইকনের ডান দিকেই আপনার ছবি থাকার কথা। যেহেতু প্রোফাইল তৈরি করা নেই, তাই ওখানে সিলুয়েট মানুষের আবতার দেয়া থাকবে। ওটার ওপরে ক্লিক করলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কালো বক্স খুলে যাবে, যেখানে আপনার প্রোফাইল নামকে ওই বলে সম্বোধন করা হবে। এ বক্সটির ডান দিকেই Profile Completeness নামে একটি গোলক থাকবে। এ গোলকের মান এখনও শূন্য। কারণ আপনার প্রোফাইল কমপ্লিট করা হয়নি। প্রোফাইল কমপ্লিট করা নিয়ে আরেকটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

একই কালো বক্সটির মধ্যে আপনার নামের নিচে শহরের নাম আর বাংলাদেশের পতাকা রয়েছে। এরপরেই আছে কলমের আইকনযুক্ত এডিট প্রোফাইল লেখা একটি লিঙ্ক। এ লিঙ্কে ক্লিক করেই আপনার প্রোফাইলের পূর্ণতা দান করা সম্ভব হবে।

কালো বক্সটির নিচে আরও চারটি লিঙ্ক রয়েছে– ড্যাশবোর্ড, পেমেন্টস, মাই বায়ার অ্যাকটিভিটি ও মাই সেলার অ্যাকটিভিটি। ড্যাশবোর্ড ও পেমেন্টস নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে পরেই। মাই বায়ার অ্যাকটিভিটি বা মাই সেলার অ্যাকটিভিটি হচ্ছে আপনার চলতি কাজের বিবরণী। অর্থাৎ যদি কোনো কাজ জিতে থাকেন তবে তার প্রক্রিয়া এবং হিসাব-নিকাশের ইতিহাস থাকবে এখানে সংরক্ষিত। মনে রাখবেন আপনি ফ্রিল্যান্সার বিধায় আপনার মাই সেলার অ্যাকটিভিটিই কাজে আসবে।

প্রোফাইল এডিটিং ও কমপ্লিটনেস

প্রোফাইল এডিট করতে আপনাকে টপ নেভিগেশন বারের একেবারে ডান দিকে অবতারের ছবির ওপর ক্লিক করতে হবে। এতে একটি কালো বক্স আসবে। সেখানে আপনার নামের দু'লাইন নিচেই দেখতে পাবেন এডিট প্রোফাইল নামের লিঙ্ক। ক্লিক করতেই একটি পাতায় আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে একটি ফর্ম থাকবে, যেখানে নাম, কাজের ধরন, অবস্থান, ফোন নম্বর, ঘণ্টাপ্রতি কত করে পারিশ্রমিক নেবেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা থাকবে। খুব ছিমছাম ভাষায় পূরণ করে যাবেন একেকটি শূন্যস্থান। মনে রাখবেন যতটা সংক্ষেপে গুছিয়ে ইংরেজি লিখতে পারবেন, ততই আপনার প্রোফাইলের দাম বেশি হবে। স্কিল ঘরে দশটি স্কিল সেট যুক্ত করতে পারবেন কী ধরনের কাজ করেন সে সম্পর্কে About you-এর জন্য বরাদ্দ করা ঘরে। আপনার কাজের কিছু স্যাম্পল, ছবি, পিডিএফ লেখার ডকুমেন্ট ফাইলের স্ন্যাপ আপলোড করবেন পোর্টফোলিওতে। এ বিভাগের নিচে একটি ড্রপ-জোন আছে, যেখানে ছবি ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিলেই হবে। খুব ভালো কাজগুলোর স্যাম্পল দেয়ার চেষ্টা করবেন। ইচ্ছে

(বাকি অংশ ৬৬ পৃষ্ঠায়)

পিপল পার আওয়ার

(৭৯ পৃষ্ঠার পর)

করলে আপনার প্রোফাইল ফেসবুকে শেয়ার করতে পারেন একটি চেক বক্সে ক্লিক করে। একটি ব্যাপার খেয়াল রাখুন, আপনার প্রোফাইল পিকচার খুব প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল হতে হবে, পাসপোর্ট সাইজের মক শট কোনোভাবেই দেয়া যাবে না।

প্রোফাইল কমপ্লিটনেসের জন্য কতগুলো ধাপ পার হতে হবে। আপনার প্রোফাইল যত বেশি কমপ্লিট বা পরিপূর্ণ থাকবে, তত বেশি আপনাকে বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত দেখাবে। এতে বায়ার বা ক্লায়েন্ট আপনার ওপরে আস্থা রাখতে পারবেন, যা ফ্রিল্যান্সারদের জন্য মনে রাখার মতো একটি বিষয়।

চারটি ধাপে উন্নীত হওয়ার পরই শুধু শতকরা ১০০ ভাগ প্রোফাইল কমপ্লিটনেস আসবে। এর মধ্যে দুটি ভ্যারিফিকেশন এবং দুটি কানেকশন। যদি ক্রেডিট কার্ড, পাইওনিয়ার মাস্টার কার্ড, স্ক্রিল মানিবুকার্স থাকে তা থেকে আপনার ক্রেডিট কার্ড ভ্যারিফাই করতে পারেন, না থাকলে কোনো সমস্যা নেই।

ই-মেইল ভ্যারিফিকেশন হচ্ছে নিবন্ধনের পরে আপনার ইনবক্সে পিপিএইচ থেকে দেয়া ই-মেইলের ভেরিফিকেশন লিঙ্কে ক্লিক করলে যা হবে সেটাই। এটি সবার ক্ষেত্রেই করা থাকে।

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে পিপিএইচের অ্যাপ চালু করলে কমপ্লিটনেস বাড়বে। একই প্রক্রিয়ায় লিঙ্কডইনে আপনার প্রোফাইল থাকলে তার সাথে সংযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে পারেন প্রোফাইল কমপ্লিটনেস।

ড্যাশবোর্ড

টপ নেভিগেশন বারের একেবারে ওপরের ডানে ছবির ওপরে ক্লিক করলে কালো বক্সে দেখা যাবে একটি লিঙ্ক, যার নাম ড্যাশবোর্ড। এ ড্যাশবোর্ড হচ্ছে আপনার কাজের প্রাণকেন্দ্র। এখানে ক্লিক করলেই এমন একটি পাতায় চলে যাবেন, যেখানে My Pending Actions বা আপনার যে কাজ করা এখনও বাকি আছে তথা যতগুলো না পড়া মেসেজ আছে তা দেখতে পাবেন। এখানে ডান দিকে ইউজফুল লিঙ্ক নামে একটি চিকন নেভিগেশন পেন আছে। যেখানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক কিছু লিঙ্ক পাওয়া যাবে। যেমন আপনার পোস্ট করা আওয়ার্লি, প্রোফাইলের লিঙ্ক, সেটিংয়ের লিঙ্ক, ইনবক্স ইত্যাদি।

আগামী পর্বে পিপিএইচের মোট আটটি অংশের বাকি চারটি খণ্ড সেটিংস, ওয়ার্কস্ট্রিম, এন্ডোর্স ও স্টার এবং আওয়ার্লি নিয়ে আলোচনা করা হবে কজ

ফিডব্যাক : shoeb.mo87@gmail.com